Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-II, October 2018, Page No. 69-77
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মালালা ইউসূফজাই: নারীর অধিকার ও শিক্ষা

সূর্য্যকান্ত ভূঞ্যা
শিক্ষা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
দেব প্রসাদ সিকদার
শিক্ষা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The contribution of Malala Yousafzai in protection of women right and women education is most important and appreciable. Malala plays for women education against Taliban declaration or fundamentalist of Pakistan, Malala's country. Malala Yousafzai was born on 12th July, 1997 in Mingora, Swat, Pakistan. Malala Yousafzai began blogging for the BBC in early 2009, about living under the Taliban's threat to deny her an education. In order to hide her identity she used the name Gull Makai for blogging in BBC Urdu. However, during the time the Taliban have already started growing their influences in the Swat Valley of Pakistan. They had closed about hundred girls' school and prohibited girls from listening to music, television and going to school. In 2012, the Taliban attempted to assassinate Malala on bus home from school. In 9th October 2012, Malala was injured after a Taliban gunman attempted to murder her. She survived, but underwent several operations in the UK where she lives today. In addition to her schooling she continued to speak out about the rights of education for all women and children. After recovering, Malala founded "The Malala Fund", a non-profit organization for providing education for women and children. Malala is a bright star among the nation of the entire world. Yousafzai is playing an important role to protect the women education not only her in own nation but worldwide. Malala Yousafzai (Pakistan), Kailash Satyarthi (India) has been awarded by Nobel Committee in October 2014. Nobel Committee told about these two persons of sub-continent that they took a position against torturing child and they played an important role in child education. In this aspect they are giving this medal. Their contribution on human rights is very much important. In given research paper Malala Yousafzai' sactivities in aspect of women education have been presented and studied.

Key Words: Women rights, Women education, Malala day, Malala fund, Malala education foundation.

ভূমিকা: মানবাধিকার ও শিক্ষার অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস সুদীর্ঘ। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে নারীর অধিকার ও নারীর শিক্ষার অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই, সংগ্রাম ও আন্দোলনে একাধিক ব্যক্তিবর্গ সামিল হয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। কিন্তু মালালা ইউসূফজাই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। অল্প বয়সে তিনি যে কর্মকান্ডে নিজেকে যুক্ত করেছেন এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা আন্তজার্তিক স্তরে নারীর শিক্ষার অধিকার অর্জনের বিষয়ে এক ঐতিহাসিক মাইল ফলক। পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার উদ্যোগ ও কর্মকান্ডের জন্য তাকে প্রশংসিত করেছেন ও উৎসাহিত করেছেন। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। কিন্তু

সামাজিক অভিশাপগুলি প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রক্ষায় বার বার একাধিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলেছে। এই ধারা আজও বিশ্বের একাধিক দেশে কম কিংবা বেশি বহমান। নারীর শিক্ষার অধিকার মানবাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। নারী শিক্ষার বিরোধী তালিবানদের ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নারী শিক্ষার অধিকার অর্জনের লড়াইয়ের অন্যতম কাণ্ডারী মালালা ইউসুফজাই। রাষ্ট্রপুঞ্জের ভাষণে মালালার নারী শিক্ষার বিস্তার ও বিকাশে তার চিন্তা ভাবনার বিষয় উপস্থাপিত হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ মালালার জন্মদিন ১২ই জুলাইকে 'মালালা দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব বান কিন মুন মালালাকে বর্তমান সময়ের ও সমাজের নেত্রী বলে প্রশংসিত করেন। সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী নারী শিক্ষার বিস্তারে ও বিকাশে তার ভূমিকা ও উদ্যোগকে স্বাগত জানান। উৎসাহিত করেন ভবিষ্যৎ কর্মসূচীকে।

মালালা ইউসুফজাই: মালালা ইউসুফজাই ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জুলাই পাকিস্তানের সোয়াট উপত্যকার মিঙ্গোরাতে জন্মগ্রহণ করেন। মালালার বাবা জিয়াউদ্দিন ইউসুফজাই এবং মা তরপেকাই ইউসুফজাই। মালালার লেখাপড়া শুরু হয় তার বাবারই প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় খুশাল স্কুলে। বর্তমানে মালালার বাসস্থান বার্মিংহাম, ইংল্যান্ডে। নারীর অধিকার ও নারীর শিক্ষার অধিকার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তি হিসাবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত মালালা ইউসুফজাই। মালালা তালিবানি ফতোয়া উপেক্ষা করে স্কুলে যাওয়া ও পড়াশোনা চালিয়ে যান। শুধুমাত্র মালালা নিজে নয় অন্যান্য মেয়েদেরও সে স্কুলে নিয়ে যেত বুঝিয়ে ও সাহস দিয়ে। তালিবানিরা নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে। তালিবানরা বই পড়লে বা শিক্ষা গ্রহণ করলে, বিজ্ঞান পড়লে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় আসক্ত হয়ে পড়বে তারা। মালালা তালিবানদের এহেন অগণতান্ত্রিক ফতোয়ার বিরুদ্ধে মুখ খোলেন এবং বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ শুরু করেন। গুলমাকাই ছদ্মনামে মালালা বি.বি.সি. ব্লগে লেখালেখি শুরু করেন। যা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক স্তরে বিষয়টি গুরুত্ব বহন করে। পাকিস্তানের সোয়াটে তালিবানরা যখন প্রবেশ করে তখন মালালার মাত্র দশ বছর বয়স। মালালা এগারো বছর বয়স থেকেই বি.বি.সি. ব্লগে উর্দুতে লেখালেখি শুরু করেন। নারীর শিক্ষার অধিকার রক্ষার জন্য তালিবানদের ফতোয়ার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে ওঠেন। সকলের শিক্ষার অধিকার ও নারীর শিক্ষার অধিকার অর্জনের জন্য মালালার এই কর্মকাণ্ড তালিবানদের রক্তচক্ষুতে পড়ে। ২০১২ সালের ৭ই অক্টোবর মালালাদের স্কুল বাসে তালিবানরা আক্রমণ করে এবং মালালা কোন মেয়েটি তা জানতে চায়। স্কুল বাসে বাড়ি ফেরার পথে মালালা গুলিবিদ্ধ হন। পরবর্তীতে চিকিৎসার দ্বারা মালালা সুস্থ হয়ে ওঠেন। মালালার চিকিৎসার সমস্ত খরচ পাকিস্তান সরকার বহন করেন। পাশাপাশি নারীর শিক্ষার অধিকার আন্দোলনের একাধিক চিন্তা ভাবনা ও কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। ২০১২ সালের ৯ই অক্টোবর মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে সমগ্র পাকিস্তানের একাধিক শহরে মানুষ জমায়েত হয়ে প্রতিবাদের পথে নামেন। প্রায় কুড়ি লক্ষাধিক জনগণ নারী শিক্ষার আন্দোলনে সামিল হন। সর্বোপরি ঐ দিনে নারী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে তোলার জন্য একটি ঐতিহাসিক আবেদনপত্র সাক্ষরিত হয়। মালালা ইউসুফজাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হল বি.বি.সি. উর্দু ব্লগের লেখালেখি। তার গুরুত্বপূর্ণ আত্মজীবনীমূলক বই 'I am Malala: The Girl Who Stood Up for Education and was Shot by The Taliban', 2014. বইটি সমাজের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আলোড়িত করে ও অনুপ্রাণিত করে। বইটি একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়। কিন্তু পাকিস্তানের 'The All Pakistan Private School's Federation' তার বইকে ১৫২,০০০টি প্রতিষ্ঠানে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। তাদের কাছে মনে হয়েছে এই বই পাকিস্তান ও ইসলাম বিরোধী। মালালা নারী শিক্ষার অধিকার অর্জনের একাধিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে তার বক্তব্য ও কর্মসূচী রেখে চলেছেন। তার নামে একটি নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন 'মালালা ফাণ্ড' ইতিমধ্যে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। মালালা তার ১৮তম জন্মদিনের ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ১২ই জুলাই লেবাননের রিফিউজি এলাকায় একটি স্কুল খোলেন। মালালার নন-প্রফিট ফর মালালা কাণ্ড থেকে সমস্ত অর্থ দ্বারা এই স্কুল গড়ে ওঠে। যেখানে ১৪ থেকে ১৮ বছরের মেয়েদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। একাধিক স্কুল গড়ে তোলা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নারীদের শিক্ষার জন্য একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে 'মালালা ফাণ্ড'।

মালালা ইউসূফজাই ও মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন (২০১২): বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য মালালা ইউসূফজাই-এর মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন গড়ে তোলেন। দেশ বিদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থার সাহায্য সহযোগিতায় মালালা ফাণ্ড সমৃদ্ধ। পৃথিবীর বিভিন্ন গুণী মানুষ এই সংস্থার সদস্য ও সদস্যা হিসাবে নিজেদেরকে সমাজসেবায় নিযুক্ত করেছেন। বিশ্বের ছয়টি দেশে নারী শিক্ষার প্রসারে মালালা ফাণ্ড বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে। সেই ছয়টি দেশ হল- আফগানিস্তান, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ভারত, ব্রাজিল এবং সিরিয়া। বিশ্বের এই ছয়টি দেশে নারীর শিক্ষার বহুমূখী প্রতিবন্ধকতাগুলিকে অতিক্রম করে মেয়েদের বিদ্যালয়মুখী করার বিভিন্ন উদ্যোগ ও কাজ করে চলেছে মালালা ফাণ্ড।

মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন, ইউসূফজাই মালালা সমগ্র বিশ্বে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য সে বিষয় বা ক্ষেত্রগুলিতে মালালা ফাণ্ড কর্মসূচী গ্রহণ করছে সেই পরিসরগুলিকে নিম্নে সূত্রাকারে উপস্থাপিত করা যায়:

এক: সমগ্র বিশ্বের মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও বিকাশ ঘটানো।

দুই: আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এলাকায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং সেখানকার ছাত্রীদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

তিন: বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, নারী শিক্ষায় বিরোধী ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে প্রচার ও আন্দোলন করে মেয়েদের বিদ্যালয়মুখী করা।

চার: পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মেয়েদের হাতে শিক্ষার যাবতীয় সরঞ্জাম তুলে দেওয়া।

পাঁচ: বিভিন্ন কারণে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত নারীদের উদ্বাস্তু করে তাদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা।

ছয়: সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নারী শিক্ষার প্রসারের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করানো।

মালালা ইউসূফজাই প্রতিষ্ঠিত মালালা ফাণ্ড বর্তমানে বিশ্বের ছয়টি দেশে নারী শিক্ষার প্রসারে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। আফগানিস্তানে বিভিন্ন মৌলবাদী গোঁড়া ধর্মীয় সংগঠনের রক্তচক্ষু; নাইজেরিয়ায় ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনের অত্যাচার; পাকিস্তানের তালিবানদের ফতোয়া; ব্রাজিলের জাতিবিদ্বেষে, শোষণ, দারিদ্রতা; ভারতে কুসংস্কার, আর্থ-সামাজিক দূরবস্থা, দারিদ্রতা, বাল্যবিবাহ, অপচয় ও অনুন্নয়ন; সিরিয়ায় বাল্যবিবাহ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতাকে সরিয়ে রেখে মালালা ইউসূফজাই তার মালালা ফাণ্ডের মাধ্যমে দেশগুলিতে নারী শিক্ষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন করে চলেছেন। প্রদত্ত পর্যালোচনায় বিশ্বের ছয়টি দেশ আফগানিস্তান, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ভারত, ব্রাজিল এবং সিরিয়ায় মালালা ফাণ্ডের বহুমুখী কর্মকাণ্ড উপস্থাপিত ও পর্যালোচিত করা হল।

আফগানিস্তান (Afghanistan) ও মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন: মালালা ইউসূফজাইয়ের নন-প্রফিট মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন আফগানিস্তানে নারী শিক্ষার অধিকার রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। দক্ষিণ মধ্য এশিয়ার স্থলবেষ্টিত একটি দেশ হল আফগানিস্তান। রাষ্ট্রসংঘের মতানুযায়ী আফগানিস্তান পৃথিবীর সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশ। এই দেশে শিশুর মৃত্যুর হার সর্বাধিক। বেকার জনসংখ্যার হার ৫০ শতাংশ। প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ ঘরছাড়া। প্রায় ১৪ লক্ষ মানুষ ইরান এবং প্রায় ৯ লক্ষ মানুষ পাকিস্তানের আশ্রয় নিয়েছে বিভিন্ন সমস্যার কারণে। মূল আয়তনের ৮৬৬ বর্গ কি.মি. অঞ্চলে প্রায় দশ লক্ষ ল্যাণ্ডমাইন পাতা দেশ পাকিস্তান। এহেন দেশ পাকিস্তানে বহুমুখী প্রতিবন্ধকতা সামনে রেখে মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন আফগানিস্তানের মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। পূর্বে পাকিস্তানের বাম ছিল আরিয়ানা বা ব্যাকট্রিয়া এবং পরবর্তী সময়ে খোরাসান বা উদিত সূর্যের দেশ নাম পরিচিত হয়। আফগানিস্তানে প্রায় ২০টি জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। ধর্ম এই দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে বিশেষভাবে। আফগানিস্তান দেশের প্রায় সমস্ত মানুষের ধর্ম ইসলাম। রাজধানী কাবুল। বিভিন্ন সময়ে একাধিক বিদেশি আগ্রাসনের মুখোমুখি হয়েছে আফগানিস্তান। কখনো আলেকজাণ্ডার কখনো মৌর্য,

মুসলিম আরব, মোঘল, ব্রিটিশ, সোভিয়েত এবং অবশেষে আধুনিক পশ্চিমী শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি। দেশের আয়তন ৬,৫২,৮৬৪ বর্গ কি.মি.। মোট জনসংখ্যা ৩,২৩,৫৮,০০০ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব ৪৯.৬। লিঙ্গ হার: ১০৭.২। শিক্ষা: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নথিভুক্তি বালক: ৮৯.৪ এবং বালিকা: ৫৭.০ এবং মানবোন্নয়ন সূচক: ১৬৯ (০.৪৬৮)। সরকারি বা জাতীয় ভাষা: দারি (পারসি) ও পাসতো।

মালালা ফাণ্ডের গুলমাকাই চ্যাম্পিয়নরা আফগানিস্তানে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করছে এবং তাদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করছেন। মহিলা শিক্ষকের বিশেষ অভাব নারী শিক্ষার প্রসারে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা এই দেশে। আফগানিস্তানের বেশ কিছু গোষ্ঠীর মানুষ অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনায় বিশ্ববাসীরা চায় না মেয়েরা শিক্ষা, আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞানের শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করুক। মালালা ফাউণ্ডেশন এহেন প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ করছেন। বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করছে ও বিদ্যালয়ে মেয়েদের সংখ্যা বাড়াতে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীভূত করছেন। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছেন রাহামাতুল্লা আরসান, জরমিনা মাতারি, জারাফ ইয়াকতালি প্রমুখ ব্যক্তিগণ। আফগানিস্তানে ফতেমার ইতিহাস সকলের জানা। ফতেমাকে তার বাবা মা জোর করে বিদ্যালয়ে যেতে না দিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করলে সে তা মানেনি এবং বিয়ে করেনি। এহেন একাধিক ফতেমাদের শিক্ষার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মালালা ফাণ্ড বিভিন্ন উৎসাহ, সাথে ও পাশে থাকার কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে আফগানিস্তানে। আফগানিস্তানে ১০০ জন মেয়েদের মধ্যে ৮৫ জন মেয়ে বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে না। আফগানিস্তানে কম বেশি বলতে গেলে ৫ জন শিক্ষক কর্মীর মধ্যে মাত্র ১ জন মহিলা শিক্ষক। আর এহেন বাস্তব সমস্যার কারণে মেয়েদের বাবা মা বা অভিভাবকেরা তাদের মেয়েদের সেই বিদ্যালয়ে বা সেই শ্রেণিতে শিক্ষক সংখ্যা বেশি সেখানে পাঠাতে আগ্রহ দেখায় না। আবার আফগানিস্তানে লক্ষ্য করা যায় ৩ জন মেয়েদের মধ্যে ১ জন মেয়ের ১৮ বছর বা প্রাপ্তবয়স্ক পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বিয়ে হয়ে যায়। একদিকে আর্থ-সামাজিক পরিবেশ অন্যদিকে মৌলবাদীদের অবৈজ্ঞানিক ধর্মীয় রক্তচক্ষু ইত্যাদি বাধাকে দূরে সরিয়ে রেখে মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মেয়েদের বিদ্যালয়মুখী করার উৎসাহ প্রদান করে চলেছে বহুমুখী কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে।

নাইজেরিয়া (Nigeria) ও মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন: বর্তমান সময়ে নাইজেরিয়া দেশে শিক্ষার প্রসারে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন বোকো হারাম। এই সংগঠন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বদলে শরিয়ত আইন চালু করতে চায়। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড রূপায়ণে অসহযোগিতা, অপহরণ, ভীতি প্রদর্শন সহ একাধিক জঙ্গি আক্রমণ ঘটিয়ে বোকো হারাম গোষ্ঠী নাইজেরিয়াতে তাদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মালালা ফাণ্ড এহেন প্রতিকূলতাকে সামনে রেখে নাইজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার রক্ষায় বহুমুখী প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রী দেশ হল নাইজেরিয়া। রাজধানী আবুজা। আফ্রিকার সর্বাধিক জনবহুল দেশ নাইজেরিয়া। পশ্চিম আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত কৃষ্ণ আফ্রিকার উল্লেখযোগ্য দেশ নাইজেরিয়া প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে বৈচিত্র্যময় অঞ্চল। নাইজেরিয়ায় প্রায় ২৫০টিরও বেশি উপজাতির মানুষের বসবাস। নাইজেরিয়ার দেশের মানুষের দারিদ্রতা নিত্য সঙ্গী হয়েও ২০১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ছাড়িয়ে আফ্রিকার বৃহত্তম ও বিশ্বের ২০তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ নামে আত্মপ্রকাশ করে নাইজেরিয়া। মোট আয়তন ৯,২৩,৭৮৬ বর্গ কি.মি.। সরকারি বা জাতীয় ভাষা ইংরেজি ও তিনটি স্থানীয় ভাষা। মোট জনসংখ্যা ১৬,২৪,৭১,০০০ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৭৫.৯। লিঙ্গ হার ১০২.৬। শিক্ষা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি বালক ৬৮.৯ এবং বালিকা ৬২.০। মানবোন্নয়ন সূচক ১৫২ (০.৫০৪)।

মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন নাইজেরিয়াতে মেয়েদের বোকো হারাম সম্প্রদায়ের ভীতি প্রদর্শনের হাত থেকে রক্ষা করে বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার কাজে সামিল হওয়ার উৎসাহ প্রদান করে চলেছে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনার মধ্য

দিয়ে। নাইজেরিয়াতে পিশ (Peace) নামক এক মেয়ের বিদ্রোহের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মেয়েটি দেখতে পেয়েছিল যে তার সম্প্রদায়ের ভিতরে সমস্ত মেয়েদের বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে এবং বিয়েতে বাধ্য করা হচ্ছে সেইসঙ্গে তাদের ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করা হচ্ছে। এহেন একাধিক অসহায় মেয়েদের শিক্ষার অধিকার রক্ষায় মালালা ফাণ্ড তাদের আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে তাদের বিদ্যালয়মুখী করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বিশ্বের মধ্যে নাইজেরিয়াতেই বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে ছাত্রী দেখতে পাওয়া যায় অথচ আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে নাইজেরিয়া সবচেয়ে ধনী দেশ। উত্তর নাইজেরিয়াতে প্রায় ২ এর ৩ অংশ বালিকা নিরক্ষর হয়। লক্ষ্য করা যায় ২০১৮ সালে নাইজেরিয়া শিক্ষাখাতে ৭ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করে। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জ ২০ শতাংশ অর্থ খরচ করার নির্দেশ দেয়। নাইজেরিয়ায় মালালা ফাণ্ড নারী শিক্ষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সামিল হয়েছেন এবং কাজ করে চলেছেন। আবুবক্কর আসকিরা, কিকি জেমস, হাবিবা মহম্মদ, রতিমি ওলাওয়াল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। উত্তর নাইজেরিয়াতে মালালা এডুকেশনের সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষা সুললিত ও সুসংগঠিত হয়ে উঠেছে। মালালা ফাউণ্ডেশন এর কর্মীরা নাইজেরিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে মেয়েদের স্বাক্ষরতার হার বাড়াতে রেডিও এবং সাম্প্রদায়িক সভাকে প্রচারের মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছে। নাইজেরিয়া দেশে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনে মালালা ফান্ডের এহেন উদ্যোগ প্রশংসার দাবী রাখে।

পাকিস্তান (Pakistan) ও মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন: ইসলামি প্রজাতন্ত্রী দেশ পাকিস্তান। দক্ষিণ মধ্য এশিয়ায় পাকিস্তানের অবস্থান। মালালা ইউসুফজাই এই পাকিস্তানের সোয়াট উপত্যকার মিঙ্গোরাতে জন্মগ্রহণ করেন। মালালা এই দেশের তালিবানি ফতোয়া উপেক্ষা করে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যান। তালিবানিরা মেয়েদের শিক্ষার বিপক্ষে। তালিবানিদের ফতোয়ার বিরুদ্ধে মালালা মুখ খোলেন এবং প্রতিবাদ শুরু করেন। মালালা তালিবানদের রক্তচক্ষুতে পড়ে। স্কুলবাসে বিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে তালিবানরা মালালা ও অন্যান্যদের আক্রমণ করে এবং গুলিবিদ্ধ করেন। মালালা ইউসুফজাইয়ের জন্মস্থান এই দেশ পাকিস্তান। বর্তমান সময়ে মালালা ফাণ্ডের উদ্যোগে নারীদের শিক্ষার অধিকার রক্ষায় বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে। এই দেশের মোট আয়তন: ৭,৯৬,০৯৫ বর্গ কি.মি.। সরকারী বা জাতীয় ভাষা: উর্দু ও ইংরেজি। মোট জনসংখ্যা: ১৭,৬৭,৪৫,০০০ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব: ২২২.০। লিঙ্গ হার: ১০৩.৩। শিক্ষা: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নথিভুক্তি বালক: ৬৫.১ এবং বালিকা: ৫১.৪। মানোন্নয়ন সূচক: ১৪৬ (০.৫৩৭)।

মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন পাকিস্তানে মেয়েদের অধিকার বিষয়ে সচেতন করতে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে। তালিবানরা ভাবে মেয়েরা কোন বই পড়লে বা ইংরেজি শিখলে, বিজ্ঞান পড়লে পশ্চিমী দুনিয়ায় আসক্ত হয়ে উঠবে। এহেন ভুল ভাবনার বিরুদ্ধে এবং তালিবানদের ভীতিপ্রদর্শন, অপহরণ, জঙ্গি আক্রমণ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন মেয়েদের বিদ্যালয়মুখী করে তোলার বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে। মালালা ফাণ্ড এই দেশে বিদ্যালয় গড়ে তুলছেন। সমস্ত অর্থ মালালা ফাণ্ড বহন করে। মেয়েদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। পাকিস্তানের হুমার ঘটনা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। হুমা মাত্র ১২ বছর বয়সে বিদ্যালয় ছুট হয়ে যায়। মালালা ফাণ্ড পরবর্তীকালে হুমার গ্রামেই একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। যে বিদ্যালয়ে হুমা সহ আরো ১০০০ মেয়ে পঠন পাঠনে নথিভুক্ত হয়েছে। পাকিস্তান পৃথিবীতে দ্বিতীয় দেশ যেখানে অধিকাংশ মেয়ে বিদ্যালয় ছুট হয়ে যায়। কিন্তু পাকিস্তান ৫১ শতাংশ মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে এবং ৭০ শতাংশ মেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করে। ২০০৭ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে পাকিস্তানে বিভিন্ন চরমপন্থীরা ৮৬৭ বার বিদ্যালয় আক্রমণ করে। এই আক্রমণের কারণ ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শেখানো হত এবং মেয়েদের শিক্ষিত করা হত। এহেন দেশ পাকিস্তানে নারীশিক্ষার একাধিক প্রতিবন্ধকতাকে সামনে রেখে মালালা ফাণ্ডের একাধিক ব্যক্তিবর্গ মেয়েদের বিদ্যালয়মুখী করার উদ্যোগ নিয়ে চলেছেন। পাকিস্তানে নারীশিক্ষা প্রসার আন্দোলনে মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশনকে যারা বিশেষভাবে সাহায্য করে চলেছেন তারা হলেন জেহরা আরশাদ, গুলমালাই ইসমালাই ইসমাইল, মারিয়ান আমজাদ খান, ঊমে কালসুম, আরিভা শাহিদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

ব্রাজিল (Brazil) ও মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন: মালালা ইউসুফজাই-এর মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির সাথে সাথে ব্রাজিলেও নারীশিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরা যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রী দেশ ব্রাজিল। দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ এবং পশ্চিম গোলার্ধের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হল ব্রাজিল। পৃথিবীর বৃহত্তম দেশগুলির মধ্যে ব্রাজিল পঞ্চম। রাজধানী ব্রাসিলিয়া এবং সরকারি বা জাতীয় ভাষা পর্তুগীজ। আয়তন: ৮৫,১৪,৮৭৭ বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা: ১৯,৬৬,৫৫,০০০ এবং লিঙ্গহার: ৯৬.৮। শিক্ষা: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নথিভুক্তি বালক: ১১৫.৫ এবং বালিকা ১১৮.৮ এবং মানবোন্নয়ন সূচক: ৭৯ (০.৭৪৪)।

ব্রাজিলের মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার সাথে সাথে প্রান্তীয় মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর সু-বন্দোবস্ত করে চলেছে। লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সময়োপযোগী বিভিন্ন কর্মশালা ও শিক্ষা শিবিরের মাধ্যম তাদের প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। জাতি বিদ্বেষ, শোষণ এবং দারিদ্রতার কারণে প্রায় দেড় লক্ষ মেয়ে বিদ্যালয়ে যেতে পারেনা। ব্রাজিলে স্বদেশীয় মানুষ বলতে দেশের ০.৫ শতাংশ। তাদের মধ্যে আবার ৩০ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। ব্রাজিলে প্রতি ঘণ্টায় ৪ জন শিশু যৌন হেনস্থার শিকার হয়। মেয়েদের প্রতি অবিচার রুখতে মালালা ফাণ্ড বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে। এহেন কর্মসূচীতে সামিল বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উল্লেখ করতেই হয় ডেনিস কযারিয়ারা, এনা পাওলো ফেরিয়াবা ডালিসা প্রমুখ ব্যক্তিগণ। ব্রাজিলে নারীদের শিক্ষার প্রসারের জন্য বিদ্যালয়ে স্কুলছুট কমাতে, যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এই বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ এই গুলমাকাই চ্যাম্পিয়নরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছেন।

ভারত (India) ও মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন: মালালা ইউসুফজাই ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে। ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে শিক্ষার বিকাশে এই ফাউণ্ডেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এশিয়া মহাদেশের অন্যতম দেশ ভারত আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম দেশ। জনসংখ্যার নিরিখে দ্বিতীয় এবং পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ এই ভারত। রাজধানী নিউ দিল্লি। সরকারী ভাষা হিন্দি ও ইংরেজি। মোট আয়তন: ৩২,৮৭,২৬৩ বর্গ কি.মি. এবং জনসংখ্যা: ১,২১,০১,৯৩,৪২২। লিঙ্গহার ৯৪০ (প্রতি হাজার পিছু নারীর সংখ্যা)। জনসংখ্যার ঘনত্ব: ৩৮২ প্রতি বর্গ কি.মি.। শিক্ষার হার ৭৪.০৪ শতাংশ যেখানে পুরুষ: ৮২.১৪ এবং মহিলা: ৬৫.৪৬ শতাংশ।

মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন এহেন ভারতবর্ষে একাধিক প্রচার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নারী শিক্ষার প্রসার করে চলেছে। মালালা ইউসুফজাইয়ের আহ্বানে সহমত জ্ঞাপন করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে এসেছেন। এদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন ড. জ্যোৎস্না ঝা, অম্বরিশ রাই, রীতা কৌশিক ও রেহেনা রহমান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। ভারতের মত দেশে যেখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, মেয়েদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘরোয়া কাজে অথবা বাড়ির আভ্যন্তরীন কর্মে নিয়োজিত রাখার ঘটনা। মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া। তাদের লেখা পড়ার মধ্যে সামিল করানোর ক্ষেত্রে অবহেলা। একাধিক কারণ ভারতে নারী শিক্ষার বিকাশে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়। মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন ভারতে নারী শিক্ষার একাধিক বাধাগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে নারীদের শিক্ষার প্রসারে একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে। ভারতে লক্ষ্য করা যায় ১০০ জন নারীদের মধ্যে মাত্র সামান্য অংশের মেয়ে বিদ্যালয় ভর্তি হয়। আবার ৩৮ শতাংশ মেয়ে মাধ্যশিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেনা। সমাজের বিবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে এমনকি লিঙ্গবৈষম্য, দারিদ্রতা নতুবা বাল্যবিবাহ ইত্যাদি কারণে স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতে মালালা ফাণ্ডের সহায়তায় দলিত, মুসলিম ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর সন্তানেরা যাতে বিদ্যালয়ের আঙিনায় প্রবেশ করতে পারে তার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে।

সিরিয়া (Syria) ও মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন: বিশ্বের যে ছয়টি দেশে নারী শিক্ষার অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন তার মধ্যে অন্যতম দেশ হল সিরিয়া। আরব প্রজাতন্ত্রী দেশ হল এই সিরিয়া। পশ্চিম এশিয়ার ভূ-মধ্যসাগরের পূর্ব প্রান্তে সিরিয়া দেশ অবস্থিত। রাজধানী দামাস্কাস। প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়লে গঠিত হয় বর্তমান সিরিয়া দেশটি। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির বেশ কয়েকটি গড়ে ওঠে এই অঞ্চলে এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলালিপিগুলির একটির জন্মস্থান এই অঞ্চলে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বাণিজ্যপথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিরিয়া দেশের অবস্থান। প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষের উপজীবিকা হল কৃষি। এখানকার শিল্প এবং দর্শন প্রাচীন গ্রীস, রোম ও পরবর্তী সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্যকে প্রভাবিত করেছিল। সিরিয়া দেশের আয়তন: ১,৮৫,১৮০ বর্গ কি.মি.। সরকারি ভাষা বা জাতীয় ভাষা হল আরবি। জনসংখ্যা হল ২০,৭৬৬,০০০ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১১২.১। লিঙ্গ হার: ১০২.৪। শিক্ষা: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নথিভুক্তি বালক: ৮৮.৮ এবং বালিকা: ৮৮.১ এবং মানবোন্নয়ন সূচক: ১১৮ (০.৬৫৮)।

মালালা এডুকেশন ফাউণ্ডেশন সিরিয়াতে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে বিশেষ লড়াই জারি রেখে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার বিশেষ কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে চলেছে। সিরিয়াতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, বেশিরভাগ উদ্বাস্তু মেয়েদের বসবাস। মালালা ফাণ্ড এহেন মেয়েদের বিভিন্ন কর্মসূচীর পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করে চলেছে। সিরিয়ার প্রায় দেড় লক্ষ বালক-বালিকা তুর্কি, জর্ডন এবং লেবাননে বসবাস করে কিন্তু তাদের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে যায় না। মালালা ফাণ্ড এহেন শিশুদের আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে পাঠাতে ব্যবস্থা করে। কিন্তু সেখানে পরিবহন ব্যবস্থার অভাব থাকায়, ভাষাগত সমস্যা থাকায় এবং ভর্তি ফি অতিরিক্ত বা বেশি হওয়ায় মেয়েরা তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারেনা। লেবাননে ৪১ শতাংশ মেয়েদের জোরপূর্বক ১৮ বছরের নিচের বয়সে বিয়ের পিড়িতে বসানো হয়। সিরিয়াতে এহেন একাধিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে মালালা ফাণ্ড একাধিক প্রচেষ্টায় নারী শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। সিরিয়ায় নারী শিক্ষার অধিকার রক্ষার এই আন্দোলনে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ সামিল হয়েছেন। এহেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হলেন মার্টিন কোরাবাতির, নয়লা ফাহেদ, হিবা হমজি, কাদি হালিসো ও গামজে কারাভাগকো প্রমুখ ব্যক্তি।

মালালা ইউসূফজাই: বি বি সি ব্লগ এবং বই: পাকিস্তানে নারী শিক্ষার বিরোধী তালিবানদের ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বিবিসি ব্লগে লেখালেখি দিয়েই মালালা ইউসূফজাইয়ের নারীর অধিকার রক্ষার আন্দোলনের শুরু। গুলমাকাই ছদ্মনামে মালালা ইউসূফজাই বিবিসি ব্লগে লেখালিখি করেন। তালিবানদের ফতোয়ার বিরুদ্ধে যাওয়া মালালার এই লেখা ও চিন্তাভাবনা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের বিভিন্ন মান্য ব্যক্তিদের কাছে যা বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। মালালা ইউসূফজাইয়ের বয়স যখন মাত্র এগারো বছর তখন থেকেই বিবিসি ব্লগে লেখালিখি শুরু করেন। তালিবানদের ভীতিপ্রদর্শন, অত্যাচার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মালালা ইউসূফজাই সোচ্চার হয়ে ওঠেন। নারী শিক্ষার অধিকার রক্ষার এহেন ঘটনা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানব সমাজকে আলোড়িত করেছিল।

মালালা ইউসূফজাইয়ের আত্মজীবনীমূলক বই 'The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban' (2014), Great Britain: Weidenfeld & Nicolson এবং 'I am Malala: How one Girl Stood Up for Education and Changed The World' (2015), London: Orion বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মালালা ইউসূফজাইয়ের নারী শিক্ষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন লড়াই সংগ্রাম জীবনের ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে। বইটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে একাধিক সম্মানে পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। মালালার চিন্তাভাবনা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আলোড়িত করে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মেয়েদের শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে বিদ্যালয়মুখী হওয়ার ক্ষেত্রে বইটি অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চার ঘটায়। অনুপ্রেরিত করে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের অধিকার কিভাবে রক্ষা করা সম্ভব।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা পাকিস্তানের 'The All Pakistan Private School Federation' মালালার এই বইটিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। ঘোষণাকারীদের কাছে মনে হয়েছে এই বই পাকিস্তান এবং ইসলাম বিরোধী। সেই সঙ্গে বইটিকে ১,৫২,০০০টি প্রতিষ্ঠানে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়।

পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রে সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশে শিশুর এবং নারীর শিক্ষার খুবই প্রয়োজন। শিক্ষার অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন আজও সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দ-এর চিন্তাভাবনাকে স্মরণ করে বলা যায় যে, একটি পাখি যেমন একটি ডানায় ভর করে উড়তে পারেনা তেমনই সমাজ শুধুমাত্র পুরুষের দ্বারা অগ্রগতির চরম শিখরে পৌঁছাতে পারে না। নারী ও পুরুষ হল সমাজের দুইটি ডানা। সমাজ তথা জাতির উন্নয়নের জন্য উভয়ের শিক্ষা ভীষণভাবে প্রয়োজন। আজকে যারা শিশু তারাই আগামী দিনের দশ ও দেশের দায়িত্ব নেবে। সমাজগঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবে। তাই শিশুকে সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে হবে। শিশু প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করে তার মায়ের কাছে। আর তাই মা শিক্ষিত না হলে সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুশিক্ষা কোনটাই সম্ভবপর হয় না। তাই সবচেয়ে প্রয়োজন নারী শিক্ষা যা প্রতিটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বোক্ত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায়, মালালা ইউসুফজাই বিশ্বের বিশেষ ছয়টি রাষ্ট্রে নারী শিক্ষার প্রসার ও বিকাশে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে বহুমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে।

উপসংহার: বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের একদিকে শিশু পাচার, শিশু শ্রম, নির্যাতন, অত্যাচার অন্যদিকে কন্যাভ্রূণ হত্যা, নারী পাচার, বাল্য বিবাহ, কুসংস্কার, লিঙ্গবৈষম্য, তালিবানী ফতোয়া, বিভিন্ন ধর্মের মৌলবাদী ও ধর্মগুরুদের অবৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনার বিরোধীতার কারণে শিশু ও নারীর শিক্ষার অধিকার বারবার লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে। সর্বোপরি এই ধারা আজও বহমান বিশ্বের প্রতিটি দেশে কম কিংবা বেশি হারে। বিশ্বের এহেন প্রেক্ষাপটে মালালা ইউসুফজাই অপরিসীম ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে নারী শিক্ষার প্রসারে স্ব-কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে এগিয়ে চলেছেন। মালালা তার জন্মস্থান পাকিস্তানে নারী শিক্ষার অধিকার রক্ষার জন্য তালিবানদের ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং সেই ধারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রসারিত করে চলেছেন। মানবাধিকার রক্ষায় মালালার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে। প্রদত্ত গবেষণা নিবন্ধের পর্যালোচনায় লক্ষিত হয় মালালা ইউসুফজাই নারীর শিক্ষার অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে নিজের শিক্ষার অধিকার যেমন রক্ষা করেছেন তেমনি পৃথিবী ব্যাপী নারী শিক্ষার অধিকারের বাস্তব প্রসার ও বিকাশে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। মানবাধিকার ও শিক্ষার অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস সুদীর্ঘ। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে বহু ব্যক্তিবর্গ এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকদের জন্ত সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষ তাঁর স্বাধীন চিন্তা চেতনায় বাঁচবে। গণতান্ত্রিক অধিকার সকলেই সবকিছুর সমান অধিকার পাবে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে নারীর অধিকার ও নারী শিক্ষার অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই সংগ্রাম আন্দোলনে একাধিক ব্যক্তিবর্গ সামিল হয়েছেন। কিন্তু মালালা তাদের থেকে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। মালালা ইউসুফজাইকে তার কর্মজীবন ও নারীর অধিকার আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা থেকে একাধিক পুরস্কার ও সম্মানে সম্মানিত, উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রায় ৪৫টিরও বেশি পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হন মালালা। নোবেল কমিটি 'নোবেল শান্তি পুরস্কার-২০১৪' যৌথভাবে উপমহাদেশের দুই কৃতি ব্যক্তি কৈলাশ সত্যার্থি (ভারত) ও মালালা ইউসুফজাই (পাকিস্তান) এর নাম ঘোষণা করেন। পরিশেষে সার্বিক পর্যালোচনার নিরিখে স্বীকার করতেই হয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষার অধিকার আন্দোলনে, নারী শিক্ষার প্রসার ও বিকাশে মালালা ইউসুফজাইয়ের বিশ্বব্যাপী বহুমুখী কর্মসূচী, উদ্যোগ এবং অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। মালালা এত অল্প বয়সে ও সময়ে তিনি যে কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করেছেন তা পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রশংসিত করেছেন, উৎসাহিত করেছেন। সেই সঙ্গে সকলেই আশাবাদী আগামী দিনেও মালালা ইউসুফজাই নারীর অধিকার ও নারীর শিক্ষার অধিকার অর্জনের আন্দোলনে অধিকতর সচেষ্ট হবেন এবং একাধিক কর্মকাণ্ডে পৃথিবী

ব্যাপী কর্মসূচী নেবেন যার দ্বারা রক্ষিত হবে মানবাধিকার, নারীর অধিকার; সেইসঙ্গে রক্ষিত হবে নারীর শিক্ষার অধিকার।

গ্রন্থপঞ্জি:

Aggarwal, J.C. (2009), ***Recent Development and trends in Education,*** Delhi: Shipra.

Chaudhuri, Chinmay, (2017), ***Concept and The Protection of Human Rights***, Kolkata, Dey's.

Guha Ray, Sidhartha, (2012), ***Manabadhikar O Ganatantrik Adhikar Aitihasik Prekshapat***, Kolokata: Mitram.

Levin, Lia, (2016), ***Human Rights,*** New Delhi, NBT.

Lamb, Christina., & Yousufzai, Malala, (2014), ***I am Malala: The Girl Who Stood up for Education and Was Shot by the Taliban***, Great Britain: Weidenfeld & Nicolson.

McCormict, Patricia, & Yousufzai, Malala. (2015) ***I am Malala: How one Girl Stood Up for Education and Changed The World***, London: Orion.

Manorama Year Book 2017, 12th Edition: 2017, Quattayam – 68001, Kerela, India.

Sen, Prithwiraj, (2015) ***Satyarthi & Malala***, Kolkata: Parul.

Vat Sala, Pratyush, (2016). ***Human Rights Issues and Challenges,*** New Delhi: Atlantic.

Website:

http://www.mala.org

http://www.malalafound.org